নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ৭, পৃ: ৮৩-১০১
© ২০০২ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

মর্গান ও মার্কিন নৃবৈজ্ঞানিক ঐতিহ্য

নাসিমা সুলতানা*

১। সূচনা ঃ

নৃবিজ্ঞান বিকাশের মার্কিনী ধারাটা নৃবিজ্ঞানের fourfold approach এবং empiricist অবস্থানের পরিচয়বাহী এবং এ জন্যে ফ্রানয্ বোয়াস ও তাঁর অনুসারীরা চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করেছেন, এ কথা সবার জানা। কিন্তু বোয়াসের পূর্বসুরী লুইস হেনরী মর্গানকেও যে মার্কিন নৃবিজ্ঞানের এই মূলধারায় সম্পৃক্ত করা যায় এ বিষয়টা অতটা ব্যাপকভাবে জ্ঞাত নয়। নৃবিজ্ঞানে মর্গানের পরিচিতি মূলত একজন সাামাজিক বিবর্তনবাদী হিসাবে এবং আমাদের দেশে মর্গানের Ancient Society বইটাকেই তার মূল গ্রন্থ হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে। অথচ মর্গান তার কথিত "domestic institutions" বা গার্হস্থ্য প্রতিষ্ঠানাদি বিকাশের যে ধারা জ্ঞাতি সম্পর্ক পাঠের উপর ভিত্তি করে গড়ে তুলেছিলেন, তার প্রেরণা (inspiration) এসেছিল ভাষাতত্ত্ব বা philology থেকে, জীববিজ্ঞান (biology) থেকে নয়, যা তার সমসাময়িক কিছু নৃবিজ্ঞানীদের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল (যেমন A. C. Haddon, Sir John Lubbock প্রমুখ)। উপরন্ত মর্গান একজন শৌখিন জীববিজ্ঞানীও ছিলেন। তাঁর এ সংক্রান্ত কাজে Cuvier এর দর্শন জোরালো ভাবে সমর্থিত হয়েছিল, যেখানে মানব প্রজাতির পৃথক পৃথক সৃষ্টির কথা বলা হয়েছিল। মানব সমাজ ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের ক্ষেত্রে তিনি মানসিক ক্রিয়াদি (Activity of mind) কে প্রাধান্য দিলেও এ ব্যাপারে বস্তুগত অবস্থা ও জৈবিক উপাদানের গুরুত্বকে তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এসব বিবেচনায় মর্গান অবশ্যই বোয়াসীয়গন কর্তৃক নির্মিত উত্তর আমেরিকান নৃবিজ্ঞানের সাথে সংশ্লিষ্ট, যদিও শেষোক্তরা তার বিরুদ্ধে একাট্টা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন এবং প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, মার্কিন নৃবিজ্ঞানের যত ভ্রান্তি তার মূলে রয়েছেন মর্গান। মর্গানের সামাজিক বিবর্তনের সংকল্পনায় ভাষাতত্ত্বের প্রভাব ও আমেরিকান বীভারদের উপর তার জীবতাত্ত্বিক কাজ এই বিষয়টাকেই প্রমাণ করে যে, নৃবিজ্ঞান চর্চার মার্কিনী ঐতিহ্যে সাংস্কৃতিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়াদি ছাড়াও ভাষাতত্ত্ব ও জীববিজ্ঞান কী সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত। আর এই আলোকেই মর্গানকে নিম্নে উপস্থাপন করা গেল। কিন্তু তার আগে প্রাসঙ্গিকভাবে নৃবিজ্ঞান চর্চায় মার্কিন ঐতিহ্যের স্বরূপ ও মর্গানের সমসাময়িক কালে মার্কিন নৃবৈজ্ঞানিক চিন্তার আবহ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো, যাতে করে এর সাথে নৃবিজ্ঞানী হিসাবে মর্গানের সম্পর্ককে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা যায়।

---

*সহকারী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২. মার্কিন নৃবৈজ্ঞানিক ঐতিহ্য ঃ নৃবিজ্ঞান পাঠের মার্কিন ঐতিহ্য আলোচনা প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ঃ নৃবৈজ্ঞানিক পাঠে fourfold approach এর অনুসরন, নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণায় empiricism চর্চা, নিজ দেশের উপজাতিদের ষ্টাডি করা ও বির্বতনিক পাঠে তদানীন্তন কালে Lamarckianism এর প্রভাব। এ অংশের আলোচনাটা ওপরোক্ত প্রথম বিষয়টা দিয়েই শুরু করা যাক। কেননা, এটাই সব চাইতে পরিচিত বিষয়।

২.১ নৃবিজ্ঞানের প্রধান চারটে শাখা ঃ আমরা জানি যে, নৃবৈজ্ঞানিক চর্চায় নৃবিজ্ঞানকে সাধারণভাবে চারটা প্রধান বিভাগ কিংবা ক্ষেত্রের সমাহার বলে ধরে নেয়া হয়। নৃবিজ্ঞান যেহেতু ব্যাপক ভাবে মানুষ সম্পর্কিত পাঠ, এর একটা প্রধান শাখা দৈহিক নৃবিজ্ঞান মানব জীববিদ্যা বিষয়ে পাঠ করে থাকে। দৈহিক নৃবিজ্ঞানের আগ্রহ ছিল মূলতঃ মানব প্রজাতি ও উচ্চতর প্রাইমেটদের মধ্যেকার তুলনামূলক গঠন সংক্রান্ত বিষয়াবলী ও সেই সাথে আধুনিক মানুষ ও তাদের বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া পূর্বপুরুষ (যেমনঃ অষ্ট্রালোপিথেকাস অ্যাফ্রিকানাস ও হোমো ইরেকটাসদের) সাথেকার সম্পর্ক। এই তুলনামূলক গঠন সংক্রান্ত বিষয়াদির জায়গায় বর্তমানে দ্রুত বর্ধিষ্ণু human genetics ক্ষেত্রটা স্থলাভিষিক্ত হচ্ছে। ব্যাপক অর্থে দৈহিক নৃবিজ্ঞান এখন এর genetics সাথে সাথে demography র কিছু বিষয়াদি সহ forensic science ও paleomedicine নিয়ে গঠিত (দেখুন, Barnard 2000)।

প্রত্নতত্ত্ব, ইউরোপে সাধারণভাবে যাকে prehistoric archaeology নামে অভিহিত করা হয়, সেটাও একটা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত উপজ্ঞানকান্ড (subdiscipline)। প্রাগৈতিহাসিক মানুষের বসতি ও তাদের সামাজিক কাঠামো সম্পর্কিত বিভিন্ন যোগসূত্রগুলোর অনুসন্ধান এর মধ্যে পড়ে। এমনকি সাম্প্রতিককালের বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীদের মধ্যেকার সম্পর্ক ও সমাজ জীবনের পুনঃ নির্মাণের ব্যাপারে অনুসন্ধান করাও প্রত্নতত্ত্বের আওতাভুক্ত। এ বিষয়টা বিশেষভাবে উত্তর আমেরিকার আদিবাসীদের মাঝে লিখিত নথিপত্র প্রাপ্তির আগেকার জিনিষপত্র খুঁজে পাবার ব্যাপারে সত্য। অনেক মার্কিন প্রত্নতত্ত্ববিদ তাদের এই উপজ্ঞানকান্ডটাকে সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের পশ্চাদমুখী সময়ের (backward in time) একটা নিছক পরিবর্ধন হিসাবে গণ্য করে থাকেন।

নৃবৈজ্ঞানিক ভাষাতত্ত্ব বৈচিত্র্যের নিরিখে ভাষা সম্পর্কিত পাঠ। ভাষাতত্ত্ব নামক জ্ঞানকান্ডটার সাথে তুলনা বিচারে নৃবিজ্ঞানের এই প্রধান বিভাগটির ক্ষেত্র ছোট। কিন্তু নৃবৈজ্ঞানিক ভাষাতত্ত্ববিদেরা নৃবিজ্ঞানের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখেন, যেখানে বেশিরভাগ মূলধারার ভাষাবিদেরা ১৯৬০ এর দশক থেকে যাবতীয় ভাষাগুলোর অন্তর্নিহিত নীতিমালাগুলোর প্রতি কেন্দ্রীভুত হয়ে থাকেন। নৃবিজ্ঞানের এই প্রধান বিভাগটি সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের আপেক্ষিকতাবাদী প্রেক্ষাপটের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে আবদ্ধ, যার জন্ম হয়েছে বিংশ শতকের প্রথম দিকে Franz Boas এর নৃবিজ্ঞানের সাথে।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান হচ্ছে নৃবিজ্ঞান নামক জ্ঞানকান্ডটার সবচেয়ে ব্যাপক শাখা। ব্যাপকার্থে এটা সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যময়তা সংক্রান্ত পাঠ, যার লক্ষ্য সাংস্কৃতিক সার্বজনীনতার অনুসন্ধান, সমাজকাঠামোর উদঘাটন, প্রতীকীবাদের ব্যাখা ও আনুসঙ্গিক আরো অসংখ্য সমস্যার স্বরূপ নির্ণয় করা। "এটা অন্যান্য সকল শাখার ওপর সংক্ষেপে আলোকপাত করে থাকে। যার দরুন বেশির ভাগ নৃবিজ্ঞানী শুধুমাত্র এই শাখাটার চর্চা করা সত্ত্বেও উত্তর আমেরিকার নৃবিজ্ঞানীরা একটা একীভূত বিজ্ঞান হিসাবে নৃবিজ্ঞান সম্পর্কিত তাদের দৃকশক্তিকে বজায় রাখার ব্যাপারে জোরাজুরি করে থাকেন" (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪)।

এছাড়াও অনেকে ফলিত নৃবিজ্ঞানকে একটা স্বতন্ত্র ক্ষেত্র হিসাবে গণ্য করার ব্যাপারে মত প্রকাশ করে থাকেন। এখানে চিকিৎসাবিদ্যা, দূর্যোগ মোকাবেলা, সম্প্রদায়গত উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারণা গুলোর প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, যেখানে সমাজ ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত জ্ঞান খুবই প্রাসঙ্গিক। সে বিবেচনায় ফলিত নৃবিজ্ঞান জৈবিক, ভাষাতাত্ত্বিক এমনকি প্রত্নতাত্ত্বিক শাখাটার ও কিছু কিছু দিককে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। যেমনঃ অসুখ হলে মানুষ কী করে, সে জ্ঞানটা অসুখের চিকিৎসার ব্যাপারে কাজে লাগে। ফলে কেউ কেউ বিশুদ্ধ (pure) ও প্রায়োগিক (applied) এই বিভাজনটাকে অস্বীকার করে থাকেন এই যুক্তিতে যে, নৃবিজ্ঞানের সব প্রধান প্রধান শাখাতেই উভয়দিক বিদ্যমান রয়েছে। ফলিত নৃবিজ্ঞানকে তাই আলাদা শাখা হিসাবে গণ্য না করে চারটা প্রধান প্রধান শাখার একটা অংশ হিসাবেই দেখা উচিত।

মার্কিন নৃবিজ্ঞান চর্চার এই ধারাটা Boas এবং তার অনুসারীগন কর্তৃক রূপায়িত, এমন দাবী অনেকেই করে থাকেন। মার্কিন তথা উত্তর আমেরিকান নৃবৈজ্ঞানিক চর্চার ক্ষেত্রে বোয়াসের প্রভাব যে অসীম, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এর কারণ অংশত উত্তর আমেরিকায় নৃবিজ্ঞানের ওপর স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে তার একাধিপত্য এবং অংশত সহজবোধ্য ইংরেজীতে চারটা প্রধান বিভাগের ওপরে তার প্রচুর লেখা। এ দু'য়ের সম্মিলিত প্রভাবে উত্তর আমেরিকায় নৃবিজ্ঞানের এ্যাকাডেমিক প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই তার চতুর্মাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তবে Alan Barnard (2000: 44-45) এর মতে, বর্তমানে বৃটেনে সামাজিক নৃবিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব ও মানবজীববিদ্যার সাথে নতুন করে সংযোগের পথে অগ্রসর হচ্ছে, যেখানে উত্তর আমেরিকাতে এই ক্ষেত্রগুলো একে অপর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

২.২ অভিজ্ঞতাবাদের ধারা ঃ আরেকটা বিষয় যেটা শুরু থেকে অদ্যবধি মার্কিন নৃবিজ্ঞানের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে আছে তা হচ্ছে অভিজ্ঞতাবাদ বা empiricism এর শুরুটা যদিও Schoolcraft এর মাধ্যমে, যিনি চিপেওয়া ইন্ডিয়ানদের মাঝে সরকারের ইন্ডিয়ান এজেন্ট হিসেবে কাজ করতে গিয়ে দীর্ঘ ১৯ বছর অবস্থান করেছেন এবং স্বজাত্যকেন্দ্রিকতার উর্দ্ধে উঠে তাদের পাঠ করেছেন

(দেখুন, Hays 1958)। তবুও নৃবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে এ বিষয়টাকে বোয়াস এবং তাঁর অনুসারীগণ জোরালোভাবে ব্যক্ত ও অনুসরন করেছেন।

বোয়াস বিশ্বাস করতেন যে, তথ্য সংগ্রহ করাটা হচ্ছে সবচেয়ে নিশ্চিত ও স্থায়ী অবদান, যা নৃবিজ্ঞানীরা রাখতে পারতেন। তিনি নিজে তাঁর গবেষণা কর্মের জন্য তথ্য সংগ্রহ করেছেন মাঠকর্ম থেকে। তাঁর ছাত্রদেরকেও উৎসাহিত ও প্রশিক্ষিত করেছেন তা করতে। তিনি মনে করতেন যে grand theory গঠন করা সম্ভব নয়। যা দরকার, তা হচ্ছে মূলতঃ তথ্য বা উপাত্ত যা কিনা নিজেই প্রকাশ করবে বাস্তবতাটা আসলে কী (Kardiner and Prebel 1961)।

২.৩. স্বদেশীয় উপজাতি পাঠ ঃ নৃবিজ্ঞানের, বিশেষত এর অন্যতম প্রধান শাখা সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের চর্চা করতে গিয়ে মার্কিনীরা নিজ মহাদেশের রেড ইন্ডিয়ানদেরকেই পাঠের বিষয়বস্তু হিসাবে গণ্য করেছেন। ইউরোপীয়দের নৃবিজ্ঞান চর্চা এক সময় ফোক ষ্টাডি থেকে কলোনীর প্রজা অভিমুখে ধাবিত হয়েছিল, যার ফলে কলোনী আছে কি নেই এ বিষয়টা ঔপনিবেশিক যুগের ইউরোপীয়দের মধ্যে নৃবিজ্ঞান পাঠে মৌলিক ও গুনগত পার্থক্যের সৃষ্টি করেছিল (দেখুন, Schippers, 1995)। মার্কিনীদের বহিঃর্বিশ্বে কোনো উপনিবেশ ছিল না, কিন্তু নিজেদের প্রায় উপমহাদেশের মত বিরাটকায়দেশে তারা রেড ইন্ডিয়ানদের পদানত করেছিল। একে (Eriksen T.H. and F.S.Neilsen (2001) বলেছেন "internal colony" । ফলে, স্কুলক্র্যাফট ও তাঁর পরবর্তী সব মার্কিন নৃবিজ্ঞানীকেই দেখা গেছে নিজ দেশের উপজাতি সমাজের ওপর ষ্টাডি করতে, যা ইউরোপের বিপরীতে উত্তর আমেরিকার নৃবিজ্ঞানের এক অনণ্য বৈশিষ্ট্য হিসাবে প্রতিভাত হয়েছে।

২.৪. ল্যামার্কীয়বাদের প্রস্তাব ঃ নৃবৈজ্ঞানিক চর্চার মার্কিনী ঐতিহ্যের আরেকটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, অন্ততঃ সেই সময়কালের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় ল্যামার্কীয়বাদের প্রভাব। মর্গানের জীবনকাল হচ্ছে ১৮১৮ থেকে ১৮৮১ সাল পর্যন্ত তাঁর সুপরিচিত কাজগুলোর মধ্যে The League of Iroquois (1851) গ্রন্থটা ছাড়া বাকীগুলো প্রকাশিত হয়েছে চার্লস ডারউইউনের The Origin of Species (1859) প্রকাশের পরে। কিন্তু কোথাও ডারউইনের উল্লেখটুকু পর্যন্ত নেই। এদিকে Origin পরবর্তী Euro-American বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাধারাকে বিবেচনা করলে এটা মানতেই হবে যে The Origin of Species এর প্রকাশের পরই বিবর্তনের ক্ষেত্রে নৃবিজ্ঞানের মানব সম্পর্কিত বিজ্ঞান হবার দ্বার উন্মোচিত হয় (দেখুন Penniman T.K. 1952) কিন্তু উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে অর্জিত বৈশিষ্ট্যের উত্তোরাধিকার সংক্রান্ত ল্যামার্কীয় মতবাদ আমেরিকার সমাজ চিন্তায় খুব গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেছিল। বস্তুতঃ ক্ষয়িষ্ণু সামাজিক ডারউনবাদের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রেক্ষিতে এটা জৈবিক ও সামাজিক তত্ত্বের মধ্যেকার সর্বশেষ তাত্বিক সংযোগ হিসাবে পরিগণিত হয়, যদিও তার সূত্রাবদ্ধকরন ঘটে Origin এর অর্ধশতাব্দী আগে (Stocking Jr. 1968 : 138)।

ল্যামার্ক আদতে পরিবেশেগত পরিবর্তনের প্রতি জৈবিক প্রপঞ্চের আচরণগত সাড়াতে স্বয়ং বিবর্তনের কার্যসাধন mechanism পদ্ধতিতে পরিণত করেছিলেন। ফলে তাঁর তত্ত্বটা ছিল মৌলিকভাবে আচরণগত বিবর্তনের তত্ত্ব বা সঠিক ভাবে বলতে গেলে জৈবিক বিবর্তনের আচরণগত তত্ত্ব। ফলে এ সময়ের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ যেমন ঃ ইউ, এস, এর মর্গান, ফ্রান্সের অগাষ্ট কোঁৎ ও ইংল্যান্ডের স্পেন্সার প্রমুখ স্পষ্টতঃ কিংবা প্রচ্ছন্নভাবে অর্জিত বৈশিষ্ট্যের উত্তোরাধিকার যোগ্যতার প্রতি বিশ্বাসী হয়ে পড়েন (প্রাগুক্ত ঃ ২৩৯-৪০)। মার্কিন সমাজ চিন্তায় স্পেন্সারের প্রভাব ছিলো সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ফলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের চিন্তাবিদদের মধ্যে দেখা যায় যে, ব্যাপকাকারে তাদের মধ্যে Lamarckian মতবাদের প্রচলন ঘটেছে।

শুধুমাত্র মার্কিন সমাজ চিন্তাতেই নয়, ১৮৬০ এর দশকে আমেরিকার মূলধারার জীববিজ্ঞানীদের মাঝে ও ল্যামার্কীয় মতবাদের প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। মানুষ নন-হিউম্যান প্রাইমেট পূর্বপুরুষ থেকে এসেছে, ডারউইনের এই দৃষ্টিভঙ্গী অনেকের কাছেই অগ্রহণীয় ছিল। কেউ কেউ তার তত্ত্বটা মানলেও তত্ত্বের গভীরে বিচার করতে গিয়ে মনে করেছে যে, তাঁর কথিত transformation টা সত্য নয়। এদের মধ্যে ছিলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সুইস প্রকৃতি বিজ্ঞানী Agassiz। তিনি ও তাঁর মতো অনেকেই বিশ্বাস করতেন যে, species গুলো স্থির ও অপরিবর্তনীয় ছিল। মর্গান এ ব্যাপারে আগাসীর পক্ষ নিয়েছিলেন। ফলে প্রশ্ন আসে সঙ্গত কারণে যে, আগাসীর বিবর্তনের ভাষ্যটা কী ছিল?

আগাসী ও তাঁর মতানুসারীরা মনে করতেন যে, বিবর্তনকে বোঝা সম্ভব শুধুমাত্র এক ক্রম বিকাশমান ঐশ্বরিক পরিকল্পনার অংশ হিসাবে। কেননা, এ পৃথিবীতে সব কিছুই ঈশ্বরের অভিপ্রায়ক্রমে ঘটে থাকে। উপযুক্ত সময়ে প্রাকৃতিক ইতিহাস মহাবিশ্বের স্রষ্টার চিন্তার বিশ্লেষণ হয়ে দাঁড়াবে, যা কিনা প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ জগতে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়ে আছে। আর বিশেষ বিশেষ প্রজাতি বিশেষ বিশেষ প্রতিবেশিক সম্পর্কে মানানসই হবার জন্যে সৃষ্ট হয়েছে। বলাবাহুল্য চার্লস ডারউইন বিকাশের এমন কোন স্থির নিয়মে বিশ্বাস করতেন না (Kuper, 1988)।

২.৫ প্রসঙ্গ ঃ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব ঃ এ সময়ে প্রত্নতত্ত্ব ও জীববিজ্ঞানেও নতুন নতুন আবিষ্কার ও রহস্যের উদঘাটন চলছিল। ফলে সূচনা (origin) ও বিকাশের (development) বিষয়গুলো আলোচনার পুরোভাগে এসে পড়েছিল। এর ফলশ্রুতিতে সমাজবিদ্যার পুরো আবহটা আদিম জনগোষ্ঠীর প্রথা ও অভ্যাসাদি সম্পর্কে অনুসন্ধানে রত হয়। বিবর্তনিক চিন্তার ধারাটা তাতে সহজেই প্রয়োগকৃত হয়। বাস্তিয়ান, টাইলর, হেনরী মেইন, ব্যাকোফেন, ম্যাকলেনান, স্যার জন লুবক এমন কি মর্গান ও ছিলেন এ সময়েরই প্রতিনিধি (Penniman 1952)।

এখন প্রত্নতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক চিন্তায় কী তখন ঘটেছিল সেটা দেখা যাক ঃ ইউরোপীয়দের আবির্ভাবের সময় থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত উত্তর আমেরিকায় প্রত্নতত্ত্বের বৈশিষ্ট্যটা ছিল অনুমান ভিত্তিক। এর পর তা বর্ণনামূলক পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়। ইউরোপীয় ভূ-তাত্ত্বিক ও পুরনো প্রস্তর যুগ সম্পর্কিত প্রত্নতাত্ত্বিক পাঠগুলো দ্বারা নতুন পৃথিবীতে মানুষের উদ্ভব ও প্রাচীনত্ব সম্পর্কিত প্রশ্নগুলো উত্থাপিত হতে থাকে। আধুনিক খনন ও মাঠ নথিবদ্ধকরনের কৌশলগুলো (field recording technique) ছাত্রদেরকে শিক্ষা দেয়া হতে থাকে। ভাষাতত্ত্বেও ভাষার উদ্ভব সংক্রান্ত নানা অনুমানের সমাহার ঘটেছিল। ১৮৬০ এর দশকে এখানে নানান বিশেষ কিন্তু প্রাসঙ্গিক অনুসন্ধান গৃহীত হয় (--"it embraced a number of special but related enquiries") এর মধ্যে ইন্দো - ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর প্রাগৈতিহাসিক যুগের উন্মোচন, তাদের অভিন্ন পূর্ব পুরুষদের সংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যাদি, ইত্যাদি সম্পর্কিত জরীপ বিস্তারিত পাঠাদি দ্বারা সাধিত হতে থাকে, আর এ ক্ষেত্রে ইন্দো-ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর ও তাদের পূর্বপুরুষের সংস্কৃতি পাঠ করা হয় এদের ভাষাগুলোর তুলনার মাধ্যমে। এর ফলশ্রুতিতে ভাষা পরিবর্তনের প্রক্রিয়া সম্পর্কিত সাধারন তত্ত্বের বিকাশ ঘটে। ভাষাতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানের প্রধান কাজ যদি হয়ে থাকে আদিম জনগোষ্ঠীর ভাষা পাঠ, যার মাধ্যমে ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক কাজ করা সম্ভব, তার সূত্রপাত ঘটে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। এখানে নৃবিজ্ঞানের প্রধান কাজ হিসাবে দেখানো হয়েছে ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণাদির ওপর নির্ভর করে অ-নথিবদ্ধ ও অলিখিত অতীতের পুনর্গঠন করা।

৩. মার্কিন নৃবৈজ্ঞানিক ঐতিহ্যের সাথে মর্গানের সম্পর্ক ঃ এ যাবতকাল নৃবিজ্ঞানের উদ্ভব ও বিকাশ সংক্রান্ত আলোচনা অনেক ক্ষেত্রেই জাতীয় ঐতিহ্যের আলোকে বিবেচিত হয়েছে এবং এ ব্যাপারে জাতীয় ঐতিহ্যের প্রসঙ্গকে প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়েছে। জ্ঞানের কোনো শাখাতে নতুন কোনো কিছুর বিকাশ সাধারণতঃ ব্যক্তির চিন্তা ও কর্মের ফলশ্রুতিতেই ঘটে থাকে বটে কিন্তু সেগুলো অনেকটা সেই ব্যক্তিটার পারিপার্শ্বিকতা থেকেও উদ্ভূত বা জাত, যার মাঝে ব্যক্তি নিজেকে খুঁজে পায়। এ সব পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে একক কোনো ঘটনাবলী কিংবা এক ঝাঁক ঘটনার সমাহার থাকতে পারে, মোটামুটিভাবে একই সময়কালকে কেন্দ্র করে ঘটতে থাকে। ফলে, মর্গানের সময়কাল কিংবা তার আগে থেকে যে সব বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা বা বিকাশ সাধিত হচ্ছিল, উপরের সেকশন দু'টোতে (২.৪ এবং ২.৫ এ) তার দিকে নজর দেয়া হয়েছে কেননা, এর অনেক কিছুই মর্গানের চিন্তাকে যেমন প্রভাবিত করেছে, তেমনি আমেরিকায় নৃবিজ্ঞান নামক জ্ঞানকান্ডটাকে রূপদানেও সহায়তা করেছে। এ কারণে পেনিম্যান (১৯৫২) এই সময়টাকে (১৮৬০-১৯০০) বলেই বসেছেন, ''গঠনমূলক সময়কাল'' (constructive period")।

এখন, মর্গানের পরবর্তী আমলে উত্তর আমেরিকায় নৃবিজ্ঞান যেভাবে বিকশিত হয়েছে, তাকে মর্গানের সময়কাল থেকে বিযুক্ত করে দেখার একটা প্রবনতা পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন, Alan Barnard (২০০০:১৭৯) মার্কিন নৃবৈজ্ঞানিক বিকাশের যে ছক উপস্থাপিত করেছেন, তাঁতে Franz Boas এর মাধ্যমে

আমেরিকায় জার্মান ঐতিহ্যের অনুপ্রবেশ ও Boas এর প্রথম প্রজন্মের ছাত্রদের মাধ্যমে তা গোটা উত্তর আমেরিকায় পরিব্যপ্ত হবার কথা তুলে ধরা হয়েছে। মর্গান এখানে অনুপস্থিত। তাকে স্থান দেয়া হয়েছে British Anthropology র ঐতিহ্যের মাঝে, Tylor, Frazer ও Lubbock এর দলে। এর পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। এর মধ্যে সম্ভাব্য কয়েকটি হচ্ছে, মর্গানের বিদ্যাজাগতিক সংশ্রবহীনতা, একরৈখিক বিবর্তনবাদের প্রতি ঝোঁক, তদুপরি একরৈখিক বিবর্তনের ধাপগুলো অঙ্কনের ক্ষেত্রে তথ্যগত নানা ভ্রান্তি, সমাজতান্ত্রিক শিবিরে মর্গানের কদর ইত্যাদি। কাজেই পূববর্তী সেকশনে উল্লেখিত মার্কিন নৃবৈজ্ঞানিক ঐতিহ্যের চারটি বৈশিষ্ট্যের ধারায় যে মর্গানকে অতি সহজেই মেলানো সম্ভব, পরের সেকশনে তা বিবৃত করা হবে।

৩.১ মর্গান ও মার্কিন নৃবিজ্ঞানের চতুর্বিভাগ ঃ প্রথমে মার্কিন নৃবিজ্ঞানের four fold approach এর প্রসঙ্গে আসা যাক। মর্গান একজন সামাজিক বা সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানী হিসাবেই পরিচিত। কিন্তু সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান যেমন নৃবিজ্ঞানের অন্যান্য প্রধান শাখাগুলোর ওপর সংক্ষেপে আলোকপাত করে থাকে বলে ইতিমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে, তেমনি মর্গানের সামগ্রিক কাজ বিবেচনা করলে তাকে ভাষাতত্ত্ব ও জীববিজ্ঞানের আওতায় আনা অসম্ভব নয়। নিম্নে তা আলোচনা করা গেল।

৩.১ (ক) মর্গান ও ভাষাতত্ত্ব ঃ মর্গানের লেখাতে ভাষার বিষয়টা এসেছে খুব সহজভাবে। ইরোকোয়াদের মাঝে কাজ করতে গিয়ে ইরোকোয়া ভাষার সংশ্রবে আসতে হয়েছে বলেই শুধু নয়, ইরোকোয়াদের জীবন ধারা বর্ণনা করতে গিয়ে প্রাসঙ্গিকভাবেই এসে গিয়েছিল তাদের আত্মীয়তা সম্পর্কের বিষয়াবলী আর তাকে বর্ণনা করতে গিয়ে তার নজরে পড়েছিল তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ককে শ্রেণীকরণ করার বিষয়টা। মর্গান লক্ষ্য করেন যে, ইরোকোয়াদের জ্ঞাতিসম্পর্ক ব্যবস্থা পাশ্চাত্ম্য তথা ইউরো-আমেরিকান জ্ঞাতি সম্পর্ক ব্যবস্থা থেকে ভিন্ন। ফলে, জাতি বা সমাজতাত্ত্বিক পাঠে এর গুরুত্ব কী, তা অনুধাবন করতে তার এতটুকু বেগ পেতে হয়নি। জ্ঞাতি সম্পর্ক ব্যবস্থাকে একটা পদ্ধতি হিসাবে ধরে নিয়ে তিনি দেখান যে, এর সাথে বিয়ে, পরিবার, সম্পত্তির উত্তোরাধিকার এমন কি রাজনৈতিক সংগঠনের বিকাশ জড়িত। যেমন ঃ তার প্রাচীন সমাজ (১৮৭৭ সনে প্রথম প্রকাশিত) বইটাতে তিনি দেখান যে-

মালয়ী পদ্ধতির জ্ঞাতি সম্পর্ক - আপন বা জ্ঞাতি ভাই বোন বিয়ে - স্বগোত্র পরিবার - গণজ্ঞাতির উত্তোরাধিকার - জাতিতাত্ত্বিক যুগের বন্যদশা পর্যায় তূরানী পদ্ধতির জ্ঞাতি সম্পর্ক - দলগত বিয়ে - পুনালুয়ান পরিবার - নিকট আত্মীয়দের উত্তোরাধিকার -জাতিতাত্ত্বিক যুগের বর্বরদশা পর্যায় আর্য বা উরালীয় পদ্ধতির জ্ঞাতি সম্পর্ক - এক বিয়ে - আর্য পরিবার - ছেলে মেয়েদের উত্তোরাধিকার - জাতিতাত্ত্বিক যুগের সভ্যতার পর্যায়।

আর সরকার ধারণার ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গে মর্গান বলেন যে, প্রথমে সরকারের পরিকল্পনা ছিল জ্ঞাতি সম্পক ভিত্তিক। এখানে সম্পর্ক ছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। আহার্য সংস্থান ও আত্মীয়তার তাগিদে সমাজ বিকাশের ধারায় আত্মীয়তা ভিত্তিক সংগঠন রাষ্ট্রীয় কাঠামো লাভ করে। মর্গান একে বলেছেন সোসিয়েটাস। মানব শক্তি সভ্যতায় প্রবেশ করার পর রাজনৈতিক সমাজ সৃষ্টি হয়। গ্রীক ও রোমানদের মধ্যে গণ সমাজের পেছনেই এসে দাঁড়ায় রাজনৈতিক সমাজ। নির্দিষ্ট সম্পত্তি স্থির হবার পর অধিবাসীরা রাজনৈতিক সংগঠনের আওতায় আসে যা আগের সরকার থেকে পৃথক ছিল। রাজনৈতিক সমাজ স্থাপিত হবার পর ভ্রাতৃত্ব, গোষ্ঠী সব আত্মসমর্পণ করে এবং প্রতিষ্ঠিত হয় অঞ্চল ভিত্তিক সরকার, মর্গান যাকে বলেছেন সিভিটাস।

এখন, সমগ্র মানবজাতির ক্রমবিকাশের এই যে সংকল্পনা মর্গান উপস্থাপন করেছেন জ্ঞাতি সম্পর্ক ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে, আগেই বলা হয়েছে যে, তার প্রেরণা এসেছে ভাষাতত্ত্ব থেকে। কী ভাবে? আদিম সমাজ (১৮৭৭) এর আগে ১৮৭১ এর প্রকাশিত মর্গানের জ্ঞাতি সম্পর্ক বিষয়ক মৌলিক গবেষণা কর্ম Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family গ্রন্থটা আগাগোড়া ম্যাক্স মুলার বর্ণিত ভাষার উদ্ভব ও বিকাশের ছক দ্বারা প্রভাবিত। এখানে তিনি জ্ঞাতি সম্পর্ক পদ্ধতির আলোচনা ও তার গুরুত্বকে তুলে ধরেছেন। এখন, মর্গান কীভাবে ম্যাক্স মুলারের কাজ দ্বারা প্রভাবিত হলেন? অনুমান করা হয় যে, ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে মর্গানের প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভের পিছনে যোশুয়া ম্যাকআইভেন নামক জনৈক কলেজ জীবনের বন্ধুর ভূমিকা রয়েছে। ১৮৪৮ সাল থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত রচেষ্টারে তিনি প্রিজবাইটারিয়ান মিনিষ্টার হিসাবে কর্মরত থাকলেও পরবর্তীতে তিনি প্রিন্সটনে এ্যাকাডেমিক নিয়োগ লাভ করেছিলেন। তিনি স্মিথসোনিয়ান ইনষ্টিটিউশনের সাথেও জড়িত ছিলেন। ধারনা করা হয়ে থাকে যে, মর্গানের সিষ্টেমস বইটা প্রকাশের ব্যাপারে তিনি ভূমিকা রেখেছিলেন (দেখুন, Kuper 1988)।

এখন, কী দেখিয়েছেন ম্যাক্স মুলার তার ভাষাতাত্ত্বিক অগ্রগতির সেই ছকে? আর মর্গানই বা তার দ্বারা প্রভাবিত হলেন কেন?

ম্যাক্সমুলার সি.সি.জে. বুনসেন কর্তৃক ১৮৫৪ সালে প্রকাশিত 'Outlines of the Philosophy of the Universal History Applied to Language and Religion' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, সব জীবন্ত ভাষাকেই Ante-Diluvian, Family stage, Nomadic stage ও Political stage, এই চারটা স্তরের কোন না কোনটাতে ফেলা যায়। প্রথম স্তরে গঠিত হয়েছে ভাষার (root) মূলগুলো, এর পরের স্তরে হয়েছে তাদের juxtaposition বা পাশাপাশি স্থাপন। তারপর মূলগুলো একে অন্যের সাথে জোড়া লেগে (glued together) নতুন শব্দ গঠন করেছে। আর সবশেষে, 'political stage' এ এসে ঘটেছে তাদের amalgamation বা একত্রীকরণ। এ পর্যায়ে সবচাইতে বিকশিত ভাষাগুলো বাক্যের অন্যান্য শব্দের সাথে সম্পর্ক দেখানোর

জন্য শব্দের শেষ বর্ণ বা রূপ এর পরিবর্তন ঘটিয়েছে ('developed inflected forms') যেখানে আদি মূলগুলো, যা কিনা একদা সাদামাটাভাবে একে অন্যের সাথে জুড়ে গিয়েছিল (simply glued together), পরিপূর্ণভাবে একীভূত হয়ে নতুন নতুন শব্দ গঠন করেছে।

পৃথিবীর ভাষাগুলো এসব কোন কোন স্তরের মধ্যে পড়ে, ম্যাক্স মুলার তার ছকে সেটা দেখিয়েছেন। ছটকা ভাষার (ও সেই সাথে সেই ভাষা চর্চাকারী গোষ্ঠীর) ক্রম বিবর্তনেরই ইঙ্গিত প্রদান করে। শুধু তাই নয় ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবিদদের প্রস্তাবিত ভাষার কুলজীতে (linguistic stock) তিনি তুরানীয় নামে আরেকটি stock যোগ করেন (Max Muller 1862 : 295)। সেখানে তিনি এর দুটো শাখা দেখান (প্রাগুক্ত পৃঃ ৪০২-৩)। একটা হলো ইউরোপীয়, উত্তর শাখা, যার মধ্যে পড়ে তুর্কী, ফিনিসীয়, মঙ্গোলীয়, বাস্ক, প্রভৃতি ভাষা আর আরেকটা হলো দক্ষিনী, উষ্ণমন্ডলীয় (tropical) শাখা যার মধ্যে পৃথিবীর অবশিষ্ট ভাষাগুলোর অধিকাংশই পড়ে। তামিল (এটা ভারতীয় ভাষাগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রধান ভাষা এবং এটা সংস্কৃতের সাথে যুক্ত বা সম্পর্কিত নয়) ও আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের ভাষাগুলোকে মুলার এর মধ্যে ফেলেন।

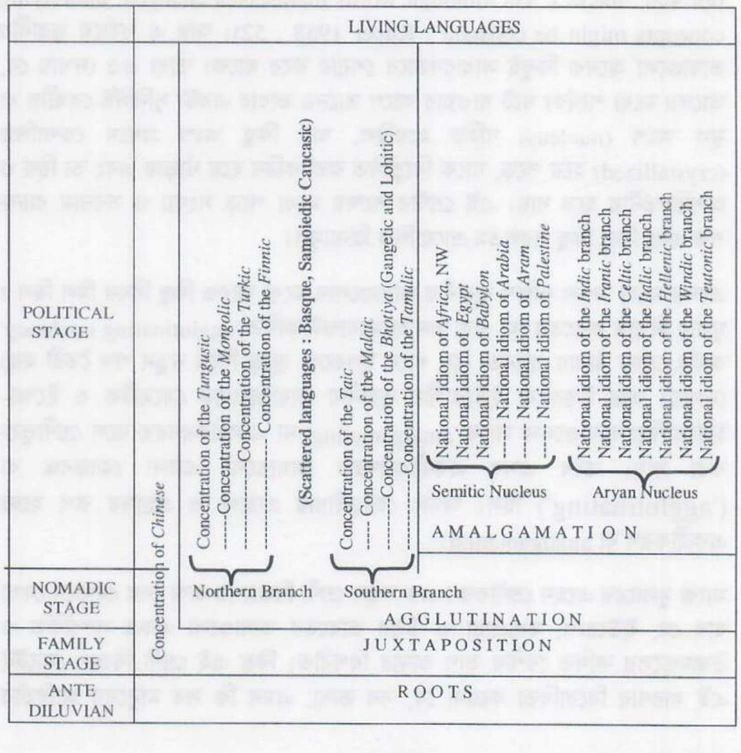

ম্যাক্স মুলার কর্তৃক প্রস্তাবিত ভাষাতাত্ত্বিক অগ্রগতির সার সংক্ষেপ (সি.সি.জে. বুনসেন কর্তৃক প্রকাশিত আউটলাইনস্ অব দি ফিলোসফি অব ইউনিভার্সাল হিষ্ট্রী অ্যাপ্লাইড টু ল্যাঙ্গুয়েজ এ্যান্ড রিলিজিয়ন, ১৮৫৪ এ উপস্থাপিত)। ছকটা এ্যাডাম কুপারের ইনভেনশন অব প্রিমিটিভ সোসাইটি ১৯৮৮ এর ৫৪ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে।

এই ভাগটা খুবই বৈচিত্র্যপূর্ন (diversified) হিসাবে প্রতীয়মান হয়েছিল। অন্ততঃ ভাসাভাসা ভাবে হলেও এর সদস্যদের মধ্যে অভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যাদি খুব কমই ছিল। কিন্তু মুলার তখন এসব ভাষাকে খুব একটা অভিন্ন হিসাবে দেখার প্রত্যাশা করেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, যারা তুরানী ভাষাগুলোয় কথা বলত, তারা বৈশিষ্ট্যসূচকভাবে যাযাবর ছিল, যার ফলশ্রুতিতে তাদের ভাষাগুলো দ্রুত পরিবর্তিত হতে বাধ্য ছিল এবং এদের মাঝে অনেক উপভাষাগত বৈচিত্র্য ছিল। তিনি জ্ঞাতিবাচক (kin term) পদের উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করেন যে, আর্য ভাষাগুলোতে এগুলো স্থিতিশীল (stable) ছিল কিন্তু তুরানী ভাষাগুলোয় নয়। তবুও এসব শব্দগুলো যদিও নিজেরা পরিবর্তীতও হতো, এদের অন্তর্নিহিত প্রত্যয়গুলো স্থির হলে পারতো ("Yet although words themselves changed, underlying concepts might be constant", Kuper 1988 : 52)। আর এ পর্যায়ে তুরানীয় ভাষাগুলো অনেক কিছুই সাধারণভাবে শেয়ার করে থাকে। তারা এও দেখায় যে, তাদের মধ্যে পার্থক্য ঘটে যাওয়ার আগে তাদের ভাষার একটা সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রীয় বা মূল অংশ (nucleus) গঠিত হয়েছিল, যার কিছু অংশ প্রথমে কেলাসিত (crystallized) হয়ে পড়ে, যাকে বিশ্লেষিত করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায় এবং তা স্থির ও অপরিবর্তনীয় হয়ে যায়। এই শ্রেণীর শব্দের মধ্যে পড়ে সংখ্যা ও সর্বনাম বাচক শব্দ এবং কিছু কিছু সরলতম প্রায়োগিক ক্রিয়ামূল।

এদের মধ্যে অর্থাৎ দক্ষিণ তুরানীয় ভাষাগুলোর মধ্যে আরও কিছু বিষয় মিল ছিল ঃ মুলার বিশ্বাস করতেন যে, এরা ভন হ্যামবোল্ডট্ কথিত 'agglutinating tendency' অর্থাৎ জোড় বাঁধার প্রবনতা (যে খানে মুলগুলো জুড়ে গিয়ে নতুন শব্দ তৈরী হয়) দেখায়। আর উত্তর বা ইউরোপীয় তুরানীয় ভাষাগুলোকে সেমেটিক ও ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলোর সাথে 'amalgamating' বা একত্রীকরণরত বলে শ্রেণীভুক্ত করা যায়। তবে এসব একত্রীকরণরত ভাষাগুলো একদা জোড়বদ্ধ বা ('agglutinating') ছিল। অর্থাৎ জোড়বাঁধার প্রত্যক্ষ ও প্রাগ্রসর রূপ হচ্ছে একত্রীকরণ বা amalgamation।

ম্যাক্স মুলারের এহেন শ্রেণীকরণ এক নতুন শ্রেণী বিভাগের জন্ম দেয় যেখানে দেখা যায় যে, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর ভারতের ভাষাগুলো একত্র সম্পর্কিত ও উষ্ণমন্ডলের কথিত বেশীর ভাগ ভাষার বিপরীত। কিন্তু এই শ্রেণী বিভাগ মোটেই এই ধারণার বিরোধিতা করেনা যে, সব ভাষা, এমন কি সব মানুষের আবির্ভাব

ঘটেছে একই সাধারণ (common) উৎস থেকে। ইউরোপীয় ভাষাগুলো অবশ্যই অধিকতর অগ্রসর, কিন্তু এক সময় তারা জোড় বাঁধা অবস্থায় ছিল এমন কি এক সময় এরা বিচ্ছিন্ন বা isolating ছিল।

এখন মুলার কর্তৃক প্রস্তাবিত ছকটা কীভাবে মর্গানকে অনুপ্রাণিত করে?

মুলার কথিত দক্ষিণ তুরানীয় ভাষাগোষ্ঠী শাখাটার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। ভারতে তামিল ভাষা ও আমেরিকার ইন্ডিয়ান ভাষাগুলো এর মধ্যে পড়েছে। এই উভয় ক্ষেত্রেই মর্গান বর্ণিত শ্রেণীমূলক জ্ঞাতি সম্পর্কের ধারাটা প্রযোজ্য। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেনেকা ইরোকোয়া গোষ্ঠীর মধ্যে কাজ করার সময় মর্গান লক্ষ্য করেন যে, তারা ইউরো-আমেরিকান জনগোষ্ঠীর তুলনায় ভিন্নভাবে তাদের জ্ঞাতিদেরকে সম্বোধিত করে। এখানে উর্দ্ধতন কিংবা অধস্তন কোনো প্রজন্মের মধ্যে lineal ও collateral আত্মীয়দের মধ্যে পার্থক্য করা হয় না, যা শেষোক্তদের ক্ষেত্রে দেখা যায় (Morgan 187:13)। বস্তুতঃ ইউরো-আমেরিকান জ্ঞাতিসম্পর্ক বাচক পদমালায় প্রতিটা জৈবিক সম্পর্ক সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট কিন্তু ইরোকোয়াদের মধ্যে একক পরিবারের সদস্যদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত জ্ঞাতিসম্পর্ক বাচক পদগুলোকে পুরোগোষ্ঠী অবধি প্রসারিত (extended) করা হয়ে থাকে। মর্গান প্রথমে ভেবেছিলেন যে, এটা বোধহয় ইরোকোয়াদের নিজস্ব ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ১৮৫৮ সনে এক ব্যবসায়িক ভ্রমনে 'Marquette' গিয়ে মর্গান আবিষ্কার করেন যে Ojibwa ইন্ডিয়ানরা একইভাবে তাদের আত্মীয়দেরকে শ্রেণীভুক্ত করে থাকে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য এই যে, Ojibwa রা ভিন্ন ভাষায় কথা বলে থাকে। অথচ তাদের জ্ঞাতি শ্রেণীকরণ কাঠামো ইরোকোয়াদের মত [১]। বিষয়টা মর্গানকে ভাবিয়ে তোলে এবং এই মৌলিক প্রতিষ্ঠানটি (primary institution) অর্থাৎ জ্ঞাতিসম্পর্ক ব্যবস্থাটি গোটা আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের মধ্যেকার বংশগত সংযোগ (genetic connection) এমনকি তাদের এশিয়ায় উদ্ভবের বিষয়টা সম্পর্কে কিছু বলতে পারে কিনা সেই অনুসন্ধানে তিনি তার চল্লিশ বৎসর বয়সে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কর্মটি আরম্ভ করেন।

মর্গান ড্যাকোটা ভাষার ওপর Rigg এর অভিধানটি পরখ করে দেখেন যে, এরাও ইরোকোয়া এবং অজিবোয়াদের মতো একই শ্রেণীমূলক উপায়ে তাদের আত্মীয়দেরকে শ্রেণীভুক্ত করে থাকে। এখন এই শ্রেণীমূলক ব্যবস্থাটা কতদূর প্রসারিত? ১৮৫৮ সনের ডিসেম্বরে তিনি ইন্ডিয়ান এলাকাগুলোতে পূরন করে ফেরত পাঠানোর জন্য ইন্ডিয়ান এজেন্ট ও মিশনারীদেরকে আট পৃষ্ঠায় ছাপা প্রশ্নমালা পাঠালেন। একটা ব্যাখ্যামূলক চিঠিসহ শিডিউলগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ান মিশনগুলোতে, ইন্ডিয়ান এলাকার কিছু সামরিক ফাঁড়িতে ও সরকারী ইন্ডিয়ান এজেন্টদের পাঠানো হলো। এছাড়াও মর্গান ব্যক্তিগতভাবে ইন্ডিয়ানদের ওপর অনুসন্ধানে ব্রতী হন। ১৮৫৯ সালের প্রথমদিকে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত

হন যে, রকি পর্বতমালার পূর্বদিকের প্রধান পাঁচটি ইন্ডিয়ান ভাষাগোষ্ঠীতে শ্রেণীমূলক প্রথা বিরাজ করে।

ফলে, তিনি তার অনুসন্ধানের দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে উন্নীত হন। এখন তাকে অনুসন্ধান করে দেখতে হবে যে, শ্রেণীমূলক ব্যবস্থাটা পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে বিরাজ করে কিনা।

স্মীথসোনিয়ান ইনষ্টিটিউশনের সেক্রেটারী এবং আমেরিকার তৎকালীন মিশনারী বোর্ড এর সেক্রেটারীদের সহায়তায় মর্গান এশিয়া, আফ্রিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রশ্নমালা প্রেরণ করেন বৃহৎ সংখ্যক আমেরিকান মিশনারীগুলোর আনুকূল্য লাভ করেন (মর্গান ১৮৭১ : ৫)।

যদিও প্রশ্নমালা ফেরত পাঠানোর হার সন্তোষজনক ছিল না, তবু সেগুলো ও ক্যানাসাস ও নেব্রাস্কায় তার নিজস্ব মাঠকর্ম মিলিয়ে মর্গান মোটামুটিভাবে বেশ কিছু পূরনকৃত শিডিউল লাভ করলেন। ১৮৫৯ সনের মাঝামাঝির দিকে তিনি এই প্রত্যয়ে উপনীত হলেন যে, শ্রেণী মূলক জ্ঞাতিসম্পর্ক ব্যবস্থা গোটা উত্তর আমেরিকা জুড়েই মৌলিকভাবে অভিন্ন। এটাকে তিনি ইন্ডিয়ানদের অভিন্ন উদ্ভবের (common origin) একটা সাক্ষ্য প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেন।

কিন্তু ইন্ডিয়ানরা যদি শেষ পর্যন্ত একটা অভিন্ন গোষ্ঠীই হয়ে থাকে, তবে তারা কোথা থেকে এল?

বস্তুতঃ আমেরিকা মহাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক ভাষাতাত্ত্বিক এমন কি জৈবিক চর্চায় এ বিষয়টা বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে (দেখুন, Brew 1968, Whitten and Hunter 1989)। সমসাময়িক অনেক পন্ডিতব্যক্তির মতো এ বিষয়টাও মর্গানকে আবিষ্ট করে তুলেছিল। তার সমসাময়িক ও অগ্রজ নৃবিজ্ঞানী স্কুলক্র্যাফট ও প্রত্নতত্ত্ববিদ হ্যাভেনের মত মর্গান এই হাইপোথিসিসের প্রতি ঝুঁকেছিলেন যে, ইন্ডিয়ানরা এশিয়া থেকে উদ্ভুত হয়েছে, যদিও স্পষ্টতই তারা আর্য নয়। কাজেই ইন্ডিয়ানদের সাথে এশিয়ানদের সংযোগ খুঁজে বের করার আশায় মর্গান ম্যাক্স মুলারের এশিয়ান তুরানিয়ান - তামিলদের দিকে দৃষ্টি দিলেন।

তুরানীয়ান পরিবারের চারটা প্রধান এশিয়াটিক ষ্টক ছিল, যার মধ্যে দ্রাবিড়ীয় ভাষাগুলোতে কথা বলা দক্ষিণ ভারতীয় জনগোষ্ঠীগুলো, গৌড় (Gaura) ভাষায় কথা বলা উভয় ভারতীয় জনগোষ্ঠী, চাইনিজ ও জাপানীজ ভাষায় কথা বলা লোকেরা পড়ে। এসব বৃহৎ শাখাগুলোর সম্পর্ক ব্যবস্থার মধ্যে তামিলীয় রূপটাকে মর্গান তুরানীয় পরিবারের মানদন্ড বা আদর্শরূপ বলে গ্রহণ করেছেন।

তামিল এবং তেলেগু শিডিউলগুলো ভেলোরের Rev. Ezekiel C. Scudder কর্তৃক পূরণকৃত হয়। এছাড়াও দ্বিতীয় একটা শিডিউল, তামিল ভাষায় পূর্নাঙ্গভাবে Rev.

Dr. Miron Winslow কর্তৃক (মাদ্রাজে আমেরিকান মিশনারী) ও তৃতীয় একটা R. William Tracey কর্তৃক পূরণকৃত হয়। এগুলো সবই বিশেষভাবে শ্রেণীমূলক জ্ঞাতি সম্পর্ক ব্যবস্থার মূল বিষয়ের ক্ষেত্রে একমত হয় (প্রাগুক্ত, ৩৯৫)। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, আত্মীয়তা সম্পর্কবাচক পদগুলো কি কি এবং আত্মীয়তা সম্পর্ক নির্দেশ করার জন্য এগুলো কীভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তা জানার জন্য মর্গান শিডিউল তৈরি করে পাঠাচ্ছেন বিভিন্ন ভাষাভাষী গোষ্ঠীগুলোতে। বিভিন্ন ভাষায় কোন কোন আত্মীয়কে একই শব্দ দ্বারা সম্বোধিত করা হয় (অর্থাৎ একই শ্রেণীতে ফেলা হয়) এবং কোন কোন আত্মীয় ভিন্ন ভিন্ন শব্দ দ্বারা সম্বোধিত হয় (অর্থাৎ এরা আলাদা), তিনি সে দিকে তাকাচ্ছেন এবং শ্রেণীকরণের প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে তিনি জ্ঞাতি সম্পর্কের ধরণগুলোকে সনাক্ত করছেন।

যা হোক, মর্গান (১৮৭১ঃ৭) এর মতে, শ্রেণীমূলক ব্যবস্থার একটা মূল রূপ (যেমন- ইন্দো আমেরিকান) এবং এর অধীনস্থ দুটি রূপ (মালয়ী ও এস্কিমো) রয়েছে। এর মধ্যে মালয়ী রূপটা সবচেয়ে বেশী সরল আর এর পরেই স্বাভাবিকভাবে আসবে তুরানীয় বা আমেরিকান ইন্ডিয়ান রূপটা। যা হোক, তামিল প্রশ্নমালা পূরণকৃত হয়ে যখন তার কাছে ফিরে আসে, তিনি তার সাথে সেনেকা ইরোকোয়া জ্ঞাতিসম্পর্ক ব্যবস্থাকে মিলিয়ে দেখলেন। দেখে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, এরা (অর্থাৎ তামিল ও ইরোকোয়া জ্ঞাতিসম্পর্ক ব্যবস্থা) একই কাঠামো সম্বলিত। অতঃপর তিনি ঘোষণা দিলেন যে, আমেরিকান ইন্ডিয়ানরা যে এশিয়া থেকে আগত, তার চূড়ান্ত মীমাংসাকারী সাক্ষ্য প্রমাণ তার হাতে এসেছে। অর্থাৎ চূড়ান্ত প্রমাণটা আসছে ভাষাতত্ত্ব থেকে ঃ জ্ঞাতি সম্পর্ক বাচক শব্দগুলো যতই সামাজিক সম্পর্কের দ্যোতক হোক না কেন এগুলো ভাষাতাত্ত্বিক প্রপঞ্চও বটে।

ম্যাক্স মূলারের দক্ষিণ তুরানীয় ভাষা পরিবারের সকল সদস্যই মর্গান কথিত শ্রেণীমূলক জ্ঞাতিসম্পর্ক ব্যবস্থা ধারণ করে থাকে আর আর্য সেমেটিক ও তুরানীয়রা বর্ণনামূলক ব্যবস্থা ধারন করে। জ্ঞাতি সম্পর্ক ব্যবস্থার দিক থেকে বিবেচনা করলে এরা পরস্পর স্বতন্ত্র গোষ্ঠী, ভাষাতাত্ত্বিক দিক দিয়েও এরা তাই, যা সম্পর্কে ম্যাক্স মুলারের ভাষ্য ইতিমধ্যেই আলোচিত হয়েছে।

একইভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পূরণকৃত হয়ে আসা প্রশ্নমালার ভিত্তিতে মর্গান দেখান যে, একদা গণসংগঠন (gentile organization) ব্যাপকভাবে বিস্তৃত ছিল এবং তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে এটা সার্বজনীন। গণসংগঠনের পর ধাপে ধাপে উপজাতি সংগঠন, ভ্রাতৃত্ব সংগঠন, মিত্র সংঘ প্রভৃতি পর্যায় অতিক্রম করে রাজনৈতিক সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটেছে। যা হোক, গণসংগঠন ব্যবস্থায় জ্ঞাতি সম্পর্ক পদমালা হচ্ছে মালয়ী অথবা তুরানীয় বা গ্যানোয়া পদ্ধতির এবং এরা উভয়েই শ্রেণীমূলক। মানুষ রাজনৈতিক সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন করে সভ্যতায় পৌঁছে আর একক বিবাহ ও একক পরিবার হচ্ছে, মর্গানের বক্তব্য অনুযায়ী,

সভ্যতার ফসল। একমাত্র এক বিয়ে পরিবারের ক্ষেত্রেই রক্তের সম্পর্ককে বা জৈবিক সম্পর্ককে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা যায়। ফলে, জ্ঞাতি সম্পর্ক ব্যবস্থা হয়ে পড়ে বর্ণনামূলক বা descriptive যা পূর্বেকার শ্রেনীমূলক ব্যবস্থার বিপরীত। শ্রেনীমূলক ব্যবস্থা জ্ঞাতিসম্পর্কের প্রাকৃতিক মাত্রা (natural degree) কে নির্দেশিত করেনা। এটা বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ককে এক শব্দের আওতায় নিয়ে আসে যা বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন মাত্রার জৈবিক সম্পর্ককে গুলিয়ে (confuse) ফেলে। যেমন ঃ একই শব্দ বাবা, বাবার ভাই, বাবার বাবার ভাইয়ের ছেলে ও অন্যান্য আত্মীয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে, যা কিনা বর্ণনামূলক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ঘটে না। বর্ণনামূলক ব্যবস্থায় একক পরিবারের প্রতিটি সদস্যের জন্য জ্ঞাতিসম্পর্ক বাচক পদ নির্দিষ্ট যার কোনোটিই পরিবারের বাইরে প্রয়োগকৃত হয় না[২] । আর্য, সেমেটিক ও উরালীয়রা বর্ণনামূলক জ্ঞাতিসম্পর্ক পদ ব্যবহার করে থাকে। এদের মধ্যে একক বিয়ে পরিবার দেখা যায়। মূলতঃ সেমেটিক ও আর্যরা কারো সহায়তা ছাড়া স্বাধীনভাবে সভ্যতার শুরু করে। ‘‘আর্যপরিবার মানুষের অগ্রগতির মূল স্রোতের বাঁকে এবং এ অগ্রগতির জোরে তারা গোটা দুনিয়ার সেরা জাতি ও মানুষের নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়ায়,’’ বলেছেন মর্গান। কাজেই মুলার বর্ণিত ভাষাগোষ্ঠীগুলোর নিম্নতর ও উচ্চতর পর্যায় মর্গান নির্দেশিত শ্রেণীমূলক ও বর্ণনামূলক জ্ঞাতি সম্পর্ক ব্যবস্থার বিভাজনে প্রতিফলিত। মূলারের মত মর্গানও নিজের সমাজকে তথাকথিত আদিম সমাজের বিপরীতে প্রতিস্থাপিত করেছেন এবং নিজেদের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বৈশিষ্ট্যের বিপরীতে তথাকথিত আদিম সমাজের প্রতিষ্ঠানাদির বৈশিষ্ট্যগুলোকে তুলে ধরেছেন। উভয়ের সমাজ বিকাশের ছক একরৈখিক বিবর্তনের ধারা ও স্বাজাত্যকেন্দ্রিকতাকে তুলে ধরে। এভাবে মুলারের ভাষার অগ্রগতির ছক দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে জ্ঞাতি সম্পর্ক ভিত্তিক কিছু প্রতিষ্ঠান যেমন বিয়ে, পরিবার, সম্পত্তি, সরকারের ধারণা এমন কি গোটা মানব সমাজ বিকাশের যে স্তর ভিত্তিক অগ্রসরতার চিত্র মর্গান উপস্থাপন করেছেন, তা সনাতন বিবর্তনবাদের স্বাভাবিক ক্রটিগুলোকেই উম্মোচিত করেছে। ফলে, বিয়ে, পরিবার এমনকি মানব সভ্যতা বিকাশের ক্ষেত্রে যে তত্ত্ব মর্গান প্রদান করেছেন, তা পরবর্তীকালে নৃবিজ্ঞানে তথ্য সংগ্রহের empiricist ধারা শুরু হবার সাথে সাথে ভ্রান্ত বলে পরিত্যক্ত হয়েছে। তবে ম্যাক্স মুলার প্রস্তাবিত ভাষার বিকাশের সংকল্পনা দ্বারা সাক্ষাৎ ভাবে প্রভাবিত হয়ে জ্ঞাতি সম্পর্কের যে বিভাজন তিনি করেছেন, তা কালের কষ্ঠি পাথরে টিকে গেছে। তবে তার জ্ঞাতি সম্পর্কের কাজটা পরবর্তীতে লাওয়ি, রিভার্স ও মার্ডক প্রমুখের দ্বারা আরো প্রসারিত ও পরিশীলিত হয়েছে।

৩.১. (খ) মর্গান ও প্রকৃতি বিজ্ঞান ঃ এবারে আসা যাক মর্গানের জীবতাত্ত্বিক কাজে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মর্গান একজন শৌখিন ও সক্ষম জীববিজ্ঞানী ছিলেন। আমেরিকার বীভারদের ওপর তিনি একটা ‘‘প্রকৃতি বৈজ্ঞানিক’’ কাজ করেছিলেন। কাজটা হার্ভার্ডের তদানীন্তন ল্যামার্কীয় সুইস

আমেরিকান প্রকৃতিবিজ্ঞানী লুই আগাসীর প্রশংসা অর্জন করেছিল। বিবর্তনকে মর্গানও ল্যামার্কীয় অর্থেই বুঝতেন (দেখুন, Service, 1985)।

যাহোক, ১৮৬২ সনে মর্গান যখন Dakota'র ইন্ডিয়ান অঞ্চলে জাতিসম্পর্ক বাচক পদাবলী সংগ্রহ করছিলেন, সেই সাথে তিনি বীভারদের ক্রিয়াকলাপ ও নির্মাণ কার্যেরও নোট নিচ্ছিলেন। বীভারদের তৈরী বাঁধ, গুহা, মসৃন ঢাল ও অভ্যাসাদি, তাদের চিৎকার, সাঁতারের ধরণ, বসার ভঙ্গীমা, লেজের ব্যবহার তার মনোযোগ কেড়ে নিয়েছিল।

মর্গান বীভারকে প্রাণীজ মনস্তত্ত্ব পাঠের ক্ষেত্রে এক অমূল্য প্রজাতি বলে গণ্য করেন ("an invaluable species study")। প্রাকৃতিক সরোবর ও স্রোতস্বিনীর সাথেকার সরল বিবরের সাথে কৃত্রিমভাবে তৈরী বাঁধ ও গুহার তুলনা করে মর্গান এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, শেষোক্তটা শুধুমাত্র "জ্ঞানের অগ্রসরতা"র জন্যেই আবির্ভূত হয়েছে। একইভাবে খালের ব্যবহার হচ্ছে নীচতর থেকে উচ্চতর কৃত্রিম জীবনে অগ্রসরমানতার এক ক্রিয়া। মর্গান বস্তুত মাটির নীচেকার সাদামাটা গুহা থেকে (বায়ুর প্রবেশকে ঢেকে রাখার জন্যে যাতে ছোট ছোট কিছু কাঠি থাকে) অধিকতর জটিল কক্ষে (যেখানে স্তুপীকৃত লাঠিগুলো ক্রমান্বয়ে প্রধান বসবাসের কোয়াটারে পরিণত হয় এবং সাদামাটা গুহাটা তখন ঢোকার সুড়ঙ্গে পরিণত হয়) পরিণত হবার এক ক্রমাগত ও বহুমুখী অগ্রগতির প্রস্তাবনা রাখেন। অনেকগুলো গ্রীস্মের পর্যবেক্ষন থেকে মর্গান এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, বৃহৎ সংখ্যক বীভার কোনো এক গ্রীস্মে দ্রুত বাঁধ নির্মানের জন্য সমাবেশিত হয় না। বরং বড় বড় বাঁধগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রারম্ভ (small begining) থেকে আসে এবং বছরের পর বছর ধরে তা নির্মিত হতে থাকে, যতদিন পর্যন্ত শেষ না হয়। তিনি এখানে জোর দিয়ে বলেন যে, প্রাণীরা জ্ঞানের ক্ষেত্রে অগ্রসর হয় এবং তাদের এই অগ্রসরতাকে তারা তাদের কৃত্রিম নির্মাণগুলোর ক্রম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে।

মর্গান কর্তৃক বীভারদের বস্তুগত নির্মাণের ক্ষেত্রে ক্রমাগত অগ্রসরতার ধারণা গ্রহণ করাটা মনের পরিচালন (operation of mind) সম্পর্কিত নতুন ধারণার সহগামী, যার মধ্যে প্রাকৃতিক প্রস্তাবনা (natural suggestion)র একটা ভূমিকা রয়েছে। মর্গান ক্রমাগত যুক্তি দেখিয়ে যান যে, বীভারেরা প্রায়ঃশই কোন দূরবর্তী লক্ষ্যের আলোকে যৌক্তিক ভাবে কাজ করে। তারা স্বাধীন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয় ও ক্রম পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে তাদের কাজকে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম। তবে কিছু কিছু নির্মাণ (construction) যেহেতু অনেক প্রজন্ম ধরে সন্নিবিষ্ট (assembled) হয়, মর্গান তাই সিদ্ধান্ত নেন যে, বীভাররা তাদের লক্ষ্যের ব্যাপারে অব্যবহিত অভিযোজনের উপায়ের সাথেই সম্পৃক্ত ও তারা প্রায়শঃই চূড়ান্ত ফলাফলের ব্যাপারে সচেতন না হয়েই কাজ করে যায়।

দেখা যাচ্ছে মর্গান এই ধারণা গ্রহণ করছেন যে, মানুষের মত প্রাণীরাও অগ্রসর হয়ে থাকে। ফলে, ভাষার মত আনুসঙ্গিক (incidental) বৈশিষ্ট্য ছাড়া মানসিকভাবে প্রাণীদেরকে মানুষ থেকে আলাদা করার মত বিষয় অল্পই আছে। মানসিক পরিচালনের (mental operation) ব্যাপারে তিনি স্কটিশদের সাধারণ জ্ঞানের দর্শন (common sense philosophy) কে গ্রহণ করেছিলেন। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এটা মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। এতে মনকে শরীর নিরপেক্ষ এক সমন্বিত অবস্তগত অস্তিত্ব হিসাবে দেখা হতো। এর চিন্তাবিদেরা একমত হয়েছিলেন যে, মানসিক ক্রিয়াদি দুই ধরনের ক্ষমতা প্রদর্শন করে থাকে- সক্রিয় (the active) ও বুদ্ধিবৃত্তিক (the intellectual)। মর্গানের মতে, বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতাটা স্মৃতি, বিমূর্তকরন, কল্পনা, ও যুক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। তিনি ‘‘সক্রিয়’’ কথাটা ব্যবহার করেননি। তবে তিনি স্নেহ, আকাঙ্খা ও তীব্র আবেগকে ক্ষমতা হিসাবে উল্লেখ করেন, যা প্রাণীকে কার্যে (action) ধাবিত করে থাকে।

সাধারণ জ্ঞানের দার্শনিকদের সাথে মর্গান এ বিষয়েও একমত হন যে, মনের ক্ষমতা সহজাত (innate) হলেও মন মূলত বাস্তব অভিজ্ঞতা ও আরোহী নিয়মানুসারে জ্ঞান উৎপন্ন করে থাকে।

মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী - উভয়ের ক্ষেত্রেই মর্গান মনন শক্তির ভূমিকাকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তার মতে, উভয়ের মধ্যে মনন শক্তির পার্থক্যটা মাত্রাগত। মানব সমাজের ও বীভারদের নির্মাণের অগ্রসরতা (progress) কে তিনি ক্রমসঞ্চিত অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি হিসাবে গণ্য করেছেন। মানুষ যেমন তাদের দুঃসাধ্য শ্রম ও মানসিক প্রচেষ্টা দ্বারা বণ্য দশা থেকে সভ্যতার পথে উত্তীর্ণ হয়েছে, বীভাররাও তেমনি তাদের বিচক্ষনতা ও পরিশ্রম দ্বারা নিজেদেরকে এক সম্মানজনক স্থানে তুলে ধরেছে। পরীক্ষণ দ্বারা পরিচালিত এহেন অগ্রসরতাকে বৈশিষ্ট্যায়িত করতে গিয়ে মর্গান অংশত মার্কিনী রাজনৈতিক চিন্তার উপর নির্ভর করেছেন। কেননা, পরীক্ষণের ধারনা প্রাধান্য বিস্তারকারী হুইগ রাষ্ট্রনায়কদের রাজনৈতিক দর্শনকে সবচেয়ে ভালভাবে অধিকৃত করে, মর্গানের মতই যারা সাধারণ জ্ঞানের ঐতিহ্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। সে যা হোক, আকাঙ্খিত লক্ষ্যের প্রতি, গৃহীত উপায়ের প্রতি, সামগ্রিক পরিকল্পনা ও ভবিষ্যতে উপযোগিতার প্রতি বীভারদের সচেতন অনুধ্যান -- এ সবই প্রাণী জীবনে মনের পরিচালনকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করে তোলে। মর্গানের প্রাচীন সমাজ গ্রন্থটাকে যে ধীর, ক্রম অগ্রসরমান বস্তুগত ও সামাজিক উন্নয়নের বিষয়টা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করে তুলেছে, তা ১৮৬০ দশকের মাঝামাঝি সময়েই তার প্রাণী ও জ্ঞাতিসম্পর্ক বিষয়ক লেখাগুলোতে আবির্ভূত হয়েছিল।

মর্গান মেনে নেন যে, কেবল মাত্র মানুষেরই স্পষ্টোচ্চারিত ভাষা রয়েছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, বির্মূত যুক্তিবিন্যাসের ক্ষমতা প্রাণীদের নেই। চিন্তা হচ্ছে ভাষার পূর্ববর্তী এবং তা আবশ্যিক ভাবেই ভাষার উপর নির্ভরশীল নয়। তিনি স্বীকার

করেন যে, মানব জ্ঞানের দর্শনীয় উন্নতির মূল স্পষ্ট উচ্চারিত ভাষা ও লিখিত ভাষা, কিন্তু তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, অন্যান্য প্রাণীরাও অগ্রসর হয়েছে, যদিও তা কম গুরুত্বপূর্ণ মাত্রায় ঘটেছে (Swetletz, 1987)।

মর্গানের প্রথম দিককার লেখাগুলোতে দেহ ও মনের মধ্যে সাদৃশ্য দেখাবার জন্য শরীরবৃত্ত সম্বন্ধীয় বরাত (reference) দেয়া হয়েছে। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তিনি মানসিক বৈশিষ্ট্যাদি ও সামাজিক প্রপঞ্চ সমূহের ব্যাপারে একচেটিয়াভাবে জৈবিক কোন ব্যাখ্যাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তার পরবর্তীকালের লেখায় জৈবিক উপাদানগুলো অধিকতর ঘনিষ্টভাবে মানসিক পরিচালনের সাথে সম্পর্কিত হয়ে যায়। মন সম্পর্কিত পাঠে মর্গান মৌলিক কিছু সংযোজন করতে পারেননি বটে, কিন্তু এ সম্পর্কিত ধারণা ঐতিহাসিক পরিবর্তন সম্পর্কিত তার নিজস্ব বোঝাপড়ার মূলে নিহিত রয়েছে। তার জাতিতাত্ত্বিক যুগ বিভাগে বন্যদশা থেকে সভ্যদশায় উত্তরণের ক্ষেত্রে তিনি মানসিক ক্রিয়াকলাপকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

এভাবে দেখা যাচ্ছে যে, সামাজিক প্রতিষ্ঠানাদি বিকাশে নিয়ম খোঁজাটা মর্গানের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হলেও তাদের ঐতিহাসিক পাঠের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ভাষাতাত্ত্বিক উপাদানগুলোকে সনাক্ত করা ও সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ ও তার ব্যবহার মর্গান দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিল। মর্গান যদিও ভাষার ওপর কোন কাজ করেননি, তবু ইরোকোয়াদের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে ভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি সম্যক অবহিত হয়েছিলেন। ফলে, তিনি তার সমসাময়িক ভাষাতত্ত্ববিদদের কাজের হদিস রেখেছিলেন এবং তার সংগৃহীত তথ্যের উপস্থাপনা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মূলারের ভাষাতাত্ত্বিক কাজ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

একই সাথে জীববিজ্ঞানেও মর্গানের আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে। ফলে, আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের শরীরবৃত্তীয় পাঠ সম্পর্কিত কোন কাজে জড়িত না হলেও তিনি তার জ্ঞাতি সম্পর্ক ব্যবস্থা সম্পর্কিত উপাত্ত সংগ্রহের পাশাপাশি বীভারদের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়েছেন। এ কাজে স্কটিশ সাধারন জ্ঞানের প্রয়োগ এবং মানব গোষ্ঠীর সাথে বীভারদের তুলনা যেমন এতে নৃবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন আনয়ন করেছে, তেমনি তার বহু গ্রীস্মের পর্যবেক্ষন একে এক প্রকৃতি বৈজ্ঞানিক (naturalistic) পাঠ হিসাবে সমৃদ্ধও করেছে। সমাজ ও সংস্কৃতি পাঠের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকভাবে ভাষাতাত্ত্বিক (philological) ও প্রকৃতি বৈজ্ঞানিক (naturalistic) বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করায় তার বিচরণ ক্ষেত্রে যেমন পরিব্যপ্তি ঘটেছে, সেই সাথে এ বিষয়টাও প্রমাণিত হয়েছে যে, ঐতিহ্যগত ভাবেই মার্কিন নৃবৈজ্ঞানিক চর্চায় ভাষাতত্ত্ব ও জীববিদ্যা অঙ্গীভুত হয়ে আছে এবং বোয়াসীয়দের সচেতন একাডেমিক প্রচেষ্টা এই ধারনাটিকেই আরো সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করে তুলেছে।

৩.২. মর্গান ও মাঠকর্ম ঃ Henry Rowe Schoolcraft এর উত্তর সূরী মর্গান পূর্বোক্তদের মতো ১৯ বছর একটানা কোনো উপজাতীয় গোষ্ঠীকে পাঠ না করলেও

ইরোকোয়াদের মাঝে যেভাবে কাজ করেছেন, তাকে গভীর ক্ষেত্রানুসন্ধানমূলক বলা যায়। এ ছাড়াও ব্যক্তিগত ভাবে মাঠকর্মের মাধ্যমে ক্যানসাস ও ন্যাব্রাসকায় শিডিউল পূরণ এমনকি বীভারদের ঘনিষ্ঠ ভাবে পর্যবেক্ষন, এ সবই empiricism কে তুলে ধরে, যার জন্য বোয়াসীয়রা পরবর্তীতে লড়েছেন। বোয়াসীয়দের মতো মর্গান তার গবেষণাধীন জনগোষ্ঠীর মাঝে মাঠ গবেষণা পরিচালনা করেন এবং first hand তথ্য সংগ্রহ করেন।

ফলে, বির্বতনবাদী হিসেবে তাঁর পরিচিতির কারণে তাকে বৃটিশ নৃবৈজ্ঞানিক স্কুলে ফেলার দরকার পড়ে না। বিবর্তনবাদের প্রতি ঝুঁকলেও Tylor এর মতো তিনি diffusionism এর সারবক্তাকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

৩.৩ স্বদেশ ভিত্তিক উপজাতি পাঠ ঃ আমরা জানি যে উত্তর আমেরিকায় রেড ইন্ডিয়ানরা থাকাতে তাদের ষ্টাডি করতে গিয়েই প্রাসঙ্গিকভাবে তাদের জীবনযাত্রাসহ ভাষা, ইতিহাস (লিখিত উৎসের অভাব থাকলে মৌখিক ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের দ্বারস্থ হতে হয়েছে।, উৎপত্তি (এরা কারা? কোথা থেকে কীভাবে এসেছে?) ও বির্বতনের বিষয়গুলো এসে গেছে যা মার্কিন নৃবৈজ্ঞানিক চর্চাকে রূপদানে ভূমিকা রেখেছে (দেখুন, Brew 1968, Kottak 1978, Whitten and Hunter 1989) কাজেই মর্গান তাঁর অন্যান্য স্বদেশীয় নৃবিজ্ঞানীদের মতোই আমেরিকার আদিবাসীদের কোনো একটা উপজাতির একটা গোষ্ঠী সেনেকা ইরোকোয়াদের ওপর কাজ করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে গিয়ে field work করার চর্চা শুরু হয় মোটামুটিভাবে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর। তার আগে tribal study র জন্য U.S.A. র বাইরে যাওয়া বড় একটা হতো না।

৩.৪. ল্যামার্কীয়বাদের প্রভাব ঃ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে মর্গান ছিলেন একজন ল্যামার্কীয় বিবর্তনবাদী, ডারউইনীয় নয়, তাঁর বিবর্তন সংক্রান্ত ধারণা (এ প্রসঙ্গে দেখুন, Elman Service 1985) এমন কি বীভারদের ওপরকার কাজে অর্জিত বৈশিষ্ট্যের উত্তোরাধিকার যোগ্যতার প্রতি ঝোঁকের পরিচয় পাওয়া যায় (দেখুন, Kuper 1988, Swetletz)।

৪. শেষ কথা ঃ নৃবিজ্ঞান বিকাশের বুদ্ধিবৃত্তিক পটভূমিকার সাথে মর্গানের সংযোগ এর বিষয়টা বিচার করলে দেখা যায় যে, তিনি ছিলেন তাঁর সময়েরই প্রতিনিধি। চতুর্বিভাগীয় না হোক নৃবিজ্ঞানের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারার সাথে ভাষাতত্ত্বের সংশ্রব স্থাপন, বীভারদের ওপরে জীববৈজ্ঞানিক কাজ, গবেষণা কাজে অভিজ্ঞতাবাদী ধারার অনুসরন, ক্ষুদ্র সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর (সেনেকা ইরোকোয়া) পাঠ, এসব বিবেচনায় মর্গানকে অনায়াসেই নৃবৈজ্ঞানিক চর্চার মার্কিন ধারার মধ্যে সনাক্ত করা যায়, যদিও সাধারণভাবে মার্কিন নৃবৈজ্ঞানিক ধারা বলতে অষ্ট্রে-জার্মান ঐহিত্যে পুষ্ট বোয়াস ও তার অনুসারীদের তৈরী নৃবিজ্ঞানকে বুঝিয়ে থাকে।

টীকা ঃ

১। ....."Every term of relationship was radically different from the corresponding term of Iroquois. but the classification of kindred was the same. It was manifest that the two systems were identical in their fundamental characteristics. It seemed probable, also, that both were derived from a common source, since it was not supposable that two peoples, speaking dialects of stock languages as widely separated as the Algonkin and Iroquois, could simulteneously have invented the same system or derived it by borrowing one from the other: (Morgan 1871:3).

২। "Each relationship is ...... made independent and distinct from every other" (Ibid p.12).

Bibliography:

Barnard, Alan. 2000. History and Theory in Anthropology. Cambridge: Cambridge University Press.

Brew, J.O. 1968. One Hundred Years of Anthropology. Massachussetts: Harvard University Press.

Eriksen, T.H. and F.S. Nielsen, 2001 A History of Anthropology. London: Pluto Press.

Hays, H.R. 1958. From ape to Angel. London: Methuen and Co. Ltd.

Kardiner, A & Prebel, E. 1961. They Studied Ma. New York: Mentor Books.

Kuper, A. 1988. Invention of Primitive Society. London: Routledge.

Morgan. L. H. 1871. Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family. Washington: The Smithsonian Institution.

...............1877. Translated by Bulbon Osman. Ancient Society. Dhaka: The Bangla Academy.

Muller, Max. 1862 (3rd ed.). The Science of Language. London : Longman, Green, Longman and Roberts.

Penniman, T.K. 1952 (2nd ed.). A Hundred Years of Anthropology. London : Gerald Duch Worth & Co. Ltd.

Service, Elman. 1985. A Century of Controversy. Ethnological issues from 1860 to 1960. Orlando: Academic Press Inc.

Stocking, Jr. G.W. 1968. Race, Culture & Evolution. New York : Free Press.

Stocking, George Jr. (ed.) The History of Anthropology, Madison : The Wisconcin University Press.

Swetletz, Marc. 1988. "The Minds of Beaver and the Minds of Humans" in Bones, Bodies and Behavior,

Vermeulen, H.F. & A. A. Roldan (eds) 1995. Fieldwork and Footnotes : Studies in the History of European Anthropology. London : Routledge.

Whitten P. and Hunter, David E.K. 1990 (6th edition). Anthropology: Contemporary Perspective. Harper